ঈশ্বরের মনোনয়ন বলতে কি ?

বাইবেলের কোন অংশতে ঈশ্বরের মনোনয়নের বিষয় পাঠ করি এবং এর অর্থটা বা কি?

মনোনয়ন, নির্বাচন, মনোনিত,এবং নির্বাচিত শব্দগুলকে ব্যবহার করে ঈশ্বরের মনোনয়ন কে বাইবেলে নিম্নলিখিত কয়েকটা পদে বাখ্যা করেছে:

গীতসংহিতা ৬৫:৪ ধন্য সেই, যাহাকে তুমি **মনোনীত** করিয়া নিকটে আন,সে তোমার প্রাঙ্গণে বাস করিবে;

যিশাইয় ৬৫:৯ আর আমি যাকোব হইতে এক বংশকে, এবং যিহূদা হইতে আমার পর্বতগণের এক অধিকারীকে উৎপন্ন করিব, আমার **মনোনীত** লোকেরা তাহা অধিকার করিবে, ও আমার দাসেরা সেখানে বসতি করিবে।

রোমীয় ৯:১১ যখন সন্তানেরা ভূমিষ্ঠ হয় নাই, এবং ভাল-মন্দ কিছুই করে নাই, তখন- ঈশ্বরের **নির্বাচনানুরূপ** সঙ্কল্প যেন স্থির থাকে, কর্ম হেতু নয়, কিন্তু আহ্বানকারীর ইচ্ছা হেতু- তাঁহাকে বলা গিয়াছিল,

১ পিতর ১: ১-২ পিতা ঈশ্বরের পূর্বজ্ঞান অনুসারে আত্মার পবিত্রীকরণে আজ্ঞাবহতার জন্য ও যীশু খ্রীষ্টের রক্ত প্রোক্ষণের জন্য **মনোনীত** হইয়াছেন, তাহাদের সমীপে। অনুগ্রহ ও শান্তি প্রচুররূপে তোমাদের প্রতি বর্তুক।

বাইবেলে উল্লেখিত এই নির্বাচিত, মনোনিত লোকরা কারা?

তারা সেই লোকরা যারা শেষ কালে ইশ্বরের বিচারের সম্মুখিন হইবেন না- মার্ক ১৩:২৭ তখন তিনি দূতগণকে প্রেরণ করিয়া পৃথিবীর সীমা অবধি আকাশের সীমা পর্য্যন্ত চারি বায়ু হইতে তাঁহার **মনোনীতদিগকে** একত্র করিবেন।

মথি ২৫:৩১-৩৩, ৪১ আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সঙ্গে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন। আর সমুদয় জাতি তাঁহার সম্মুখে একত্রীকৃত হইবে; পরে তিনি তাহাদের একজন হইতে অন্য জনকে পৃথক করিবেন, যেমন পালরক্ষক ছাগ হইতে মেষ পৃথক করে; আর তিনি মেষদিগকে আপনার দক্ষিণদিকে ও ছাগদিগকে বামদিকে রাখিবেন। পরে তিনি বামদিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও।

মনোনিতদের উত্তম কর্মসকলকে দেখে কি ইশ্বর তাদেরকে পরিত্রানের জন্য নির্বাচিত করেছেন?

উপদেশক ৭:২০ এমন ধার্মিক লোক পৃথিবীতে নাই, যে সৎকর্ম করে, পাপ করে না।

গীতসংহিতা ১৪;২-৩ সদাপ্রভু স্বর্গ হইতে মনুষ্য-সন্তানদেরপ্রতি নিরীক্ষণ করিলেন;সকলে বিপথে গিয়াছে, সকলেই বিকারপ্রাপ্ত হইয়াছে;সৎকর্ম করে, এমন কেহই নাই, একজনও নাই।

যিশাইয় ৬৪:৬,৭ আমরা ত সকলে অশুচি ব্যক্তর সদৃশ হিয়াছি, আমাদের শর্ব্বপ্রকার ধার্মিকতা মলিন বস্ত্র সমান; আর আমরা সকলে পত্রের ন্যায় জীর্ন হয়, আমাদের অপরাধ সকল বায়ুর ন্যায় আমাদিগকে উড়াইয়া লইয়া যায়। আবার কেহ্ তোমার নামে ডাকে না, তোমাকে ধরিতে উৎসুক হয় না; কেননা তুমি আমাদের আপরাধের হস্তে আমাদিগকে গালিয়া যাইতে দিতেছে।

রোমীয় ৩:২৩ কেননা সকলেই পাপ করিয়াছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হইয়াছে-

রোমীয় ৫:৬ কেননা যখন আমরা শক্তিহীন ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের নিমিত্ত মৃত্যুবরণ করিলেন।

ঈশ্বরের মনোনয়নকে বেছে নেবার স্বাধিন ইচ্ছা কি আমাদের নেই?

যোহন ৮:৩৪,৩৬ যীশু তাহাদিগকে উত্তর করিলেন, সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে কেহ **পাপাচরণ করে, সে পাপের দাস।** .....অতএব পুত্র যদি তোমাদিগকে স্বাধীন করেন, তবে তোমরা প্রকৃতরূপে স্বাধীন হইবে।

যোহন ৩;১৯ তাকে দোষী বলে স্থির করা হয়েছে কারণ জগতে আলো এসেছে, কিন্তু মানুষের কাজ মন্দ বলে মানুষ আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশী ভালবেসেছে।

রোমীয় ৮:৭ কেননা মাংসের ভাব ঈশ্বরের প্রতি শত্রুতা, কারণ তাহা ঈশ্বরের ব্যবস্থার বশীভূত হয় না, বাস্তবিক হইতে পারেও না।

এটা কেমন যেন অবিচার মতো মনে হছে কেননা পরিত্রনের জন্য ঈশ্বর কয়েক জন কে মনোনিত করছে আর কয়েক কে করছেন না।

আমাদের কে দেখতে হবে যে আমরা কেউই পরিত্রানের জন্য যোগ্য নয়। কেননা ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর ন্যায্য বিচারের বাস্তবতা রয়েছে , তার মধ্যে তার পরিত্রানের পাবার আশা ও রয়েছে।

আদি

পুস্তক ৬:৫ আর সদাপ্রভু দেখিলেন, পৃথিবীতে মনুষ্যদের দুষ্টতা অত্যধিক, এবং তাহাদের অন্তঃকরণের চিন্তার সমস্ত কল্পনা নিরন্তর কেবল মন্দ।

যিরমিয় ১৭:৯ অন্তঃকরণ সর্বাপেক্ষা বঞ্চক, তাহার রোগ অপ্রতিকার্য, কে তাহা জানিতে পারে?

রোমীয় ৩:১০,১১ ‘ধার্মিক কেহই নাই, একজনও নাই, বুঝে, এমন কেহই নাই, ঈশ্বরের অন্বেষণ করে, এমন কেহই নাই।

বিলাপ ৩;২৬ সদাপ্রভুর পরিত্রাণের প্রত্যাশা করা,নীরবে অপেক্ষা করা, ইহাই মঙ্গল।

রোমীয় ১৫:৪ কারণ পূর্বকালে যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল, সেই সকল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তে লিখিত হইয়াছিল, যেন শাস্ত্রমূলক ধৈর্য ও সান্ত্বনা দ্বারা আমরা প্রত্যাশা প্রাপ্ত হই।

যিশাইয় ৫৫:৬,৭ সদাপ্রভুর অন্বেষণ কর, যাবৎ তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাঁহাকে ডাক, যাবৎ তিনি নিকটে থাকেন; দুষ্ট আপন পথ, অধার্মিক আপন সঙ্কল্প ত্যাগ করুক; এবং সে সদাপ্রভুর প্রতি ফিরিয়া আইসুক, তাহাতে তিনি তাহার প্রতি করুণা করিবেন; আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসুক, কেননা তিনি প্রচুররূপে ক্ষমা করিবেন।

পরিত্রান পাবার জন্য আমাদেরকে ঈশ্বরের মনোনয়ন সমন্বিত সমুদয় শিক্ষাটাকে কি বুঝতে হবে?

ইয়োব ২৮:১২,১৩ “কিন্তু জ্ঞান কোথায় পাওয়া যায়? আর বুদ্ধিই বা কোথায় থাকে? লোকে তার মূল্য জানে না; জীবিতদের দেশে তা পাওয়া যায় না।

মার্ক ১০:১৫ আমি তোমাদের সত্যি বলছি, ছোট ছেলেমেয়ের মত করে ঈশ্বরের শাসন মেনে না নিলে কেউ কোনমতেই ঈশ্বরের রাজ্যে ঢুকতে পারবে না।

রোমীয় ১১:৩৩-৩৬ ঈশ্বরের ধন অসীম। তাঁর জ্ঞান ও বুদ্ধি কত গভীর! তাঁর বিচার ও তাঁর সমস্ত কাজ বুঝা অসম্ভব। কে প্রভুর মন বুঝতে পেরেছে? আর কে-ই বা তাঁর পরামর্শদাতা হয়েছে? ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কার দাবি আছে যে, তার দাবি তাঁকে মানতে হবে? সব কিছু তো তাঁরই কাছ থেকে ও তাঁরই মধ্য দিয়ে আসে এবং সব কিছু তাঁরই উদ্দেশে। চিরকাল তাঁরই গৌরব হোক। আমেন।

১ করিন্থীয় ১:২৭,২৮ কিন্তু জগৎ যা মূর্খতা বলে মনে করে ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন যেন জ্ঞানীরা লজ্জা পায়। জগৎ যা দুর্বল বলে মনে করে ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন যেন যা শক্তিশালী তা শক্তিহীন হয়। জগৎ যা নীচ ও তুচ্ছ বলে মনে করে, এমন কি, জগতের চোখে যা কিছুই নয় ঈশ্বর তা-ই বেছে নিয়েছেন যেন জগতের চোখে যা মূল্যবান তা মূল্যহীন হতে পারে।

দ্বিতীয় বিবরণ ২৯:২৯ “গোপন সব কিছু আমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর ব্যাপার, কিন্তু প্রকাশিত সব কিছু চিরকালের জন্য আমাদের ও আমাদের সন্তানদের, যেন এই আইন-কানুনের সমস্ত কথা আমরা পালন করে চলতে পারি।

ঈশ্বরের মনোনয়নের পরিত্রানের বিষয়ে বুঝার উদ্দেশটা কি।

ক. সদাপ্রভু সমস্ত বিষয়ের নিয়ন্ত্রণে আছেন এবং আমাদেরকে চ্যালেঞ্জ মতো যে আমরা পরিত্রানের জন্য ঈশ্বরের উপরে নির্ভর করি কি না, যদিও এই বিষয়ে আমরা কিচ্ছু কি বুঝে উঠতে পারিনা এই সত্যকেই গুরুত্ব দিয়ে থাকে(যেমন এক জন শিশু তার বাবাকে ভরসা করে) ইয়োব ১৩:১৫, যিশাইয় ৫৫:১১, রোমীয় ১০:১৭, যোহন ১৭, ২ করিন্থীয় ১৩:৫, ইফিসীয় ১:৯ ১ তীমথিয় ৩:৯,১৬।

খ. পরিত্রানের নিশ্চয়তা পাবার জন্য যে কোন ধরনের কর্ম করার চিন্তা ভাবনা রয়েছে তাকে ইহা খন্ডন করে- ইফিসীয় ২:৮,৯, রোমীয় ১১:৫,৬, গালাতীয় ২:১৬

গ. যারা তাঁদের আত্মীক দিন হিনতা, মলিনতাকে উপলব্ধি করে সত্য পরিত্রানের প্রয়োজনতা বোধ করে সেই পাপিদেরকে বাইবেলের প্রকাশিত করুণা ও পাপ ক্ষমার আশ্বাস প্রদান করে থাকে। যিশাইয় ৫৫:৬,৭,৬৬;২. মথি ১১:২৮,২৯, যোহন ৫:২৪, রোমীয় ৮:১, ১ করিন্থীয় ৬:২৮,২৯, ১ যোহন ১:৯

ঘ. আমাদের নিজস্ব ভুল ও পাপ হেতু আন্যকে তঁদের পরিত্রান থেকে বংচিত করতে পারব না বলা বিষয়ের নিশ্চয়তা করে থাকে - ঈশ্বরের গৌরব হোক!!!- যোহন ৬:৩৭, ১০:২৮,২৯. রোমীয় ৮:৩৫-৩৯

ঙ. ইহা সম্পুর্ণ রুপে ঈশ্বরকে ই গৌরব ও মহিমা দিয়ে থাকে যিরমিয় ৯:২৩,২৪, ১ করিন্থীয় ১: ২৭-৩১।

ঈশ্বরের মনোনয়ন ঈশ্বরের কাজ। আমাদেরকে বাইবেল থেকে জানতে হবে যে ঈশ্বরের দ্বারা পরিত্রান পাবার একটাই পথ, আমাদের কর্ম হেতু নয় কিন্তু খ্রীষ্টের কর্ম হেতু। যদি আমরা আমাদের কোন কর্মের উপরে নির্ভর করি সেট্ আমাদের নিজস্ব বিশ্বাস যদি হয়, ইহা কোন মতে পরিত্রান এনেদিতে পারেন না। আমাদের অহংকার ঈশ্বরের কর্তৃত্বের বিরোধিতা করে।

হিতোপদেশ ৩:৩৪ নিশ্চয়ই তিনি নিন্দুকদের নিন্দা করেন,কিন্তু নম্রদিগকে অনুগ্রহ প্রদান করেন,

যোহন১:১২,১৩ কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন। তাহারা রক্ত হইতে নয়, মাংসের ইচ্ছা হইতে নয়, মানুষের ইচ্ছা হইতেও নয়, কিন্তু ঈশ্বর হইতে জাত।

গালাতীয় ২;১৬ তথাপি বুঝিয়াছি, ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়। সেই জন্য আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টের বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হই; কারণ ব্যবস্থার কার্য হেতু কোন মনুষ্য ধার্মিক গণিত হইবে না।